(১৪-১৫, জমাদিউল উলা, ১৩৯৬ হিজরী মুতাবিক ইং ১৫-১৬ মে, ১৯৭৬
তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিসে মুনতাজিমার অধিবেশনে অনুমোদিত)

দস্তুর–এ–আসাসীর আলোকে

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের

গঠনমূলক কর্মসূচী

প্রকাশক

মুফতি আব্দুস সালাম

সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামা

জমিয়তে উলামা ভবন, বাঁকড়া, বিরাটি, কলকাতা-৭০০০৫১

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

গঠনমূলক উদ্যোগসমূহের প্রোগ্রাম

নিখিল ভারত জমিয়তে উলামার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সাথে সাথে নিম্নে বর্ণিত কর্মপদ্ধতির মধ্য থেকে কোনও একটির স্বার্থক রূপায়ণের জন্য সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে।

দ্বীনী তা'লীম

(ক) ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, উন্নয়ন এবং তা সুসংহত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(খ) আরবীর পাঠক্রম এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে শিক্ষা-দীক্ষার যুগোপযোগী চাহিদাও পূরণ হয়।

(গ) দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিবেশ তৈরী করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

কর্ম পদ্ধতি

১। দেশের (স্বীকৃত) বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বই-পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করতে হবে।

২। এধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করতে হবে, যেগুলির শিক্ষার মান এবং চরিত্র গঠনের ব্যবস্থাপনা দৃষ্টান্তমূলক এবং ঈর্ষনীয়।

৩। দ্বীনী মাদ্রাসাগুলির জন্য এমন নাতিদীর্ঘ্য পাঠক্রম তৈরী করার সুপারিশ করা—যার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, আরবী ভাষাও সাহিত্য এবং সমকালীন বিষয়াদির জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা হতে পারে।

৪। প্রতিটি রাজ্যে সমবায় সমিতির আদলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এমন সোসাইটি এবং অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করা, যার মাধ্যমে পাঠ্য ও পাঠ্য বহির্ভূত বই পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যাবে। তৎসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনী ষ্টেশনারী সামগ্রী ও সংগৃহীত হবে।

৫। দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহের ছাত্রদের মধ্যে আদর্শ চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে এমন সুসংহত নীতি-মালা প্রণয়নের সুপারিশ করা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব তৈরীর আদর্শ

পরিবেশ গড়ে উঠবে এবং শিক্ষা-দীক্ষার অনুকূল বাতাবরণ তৈরি হবে।
৬।দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহে এমন বেফাক (সমন্বয় সাধক সংগঠন) তৈরী করার প্রচেষ্টা চালানো যা হবে অবৈতনিক এবং যার কার্যাদি আবর্তিত হবে তা'লীম ও তরবিয়তকে ঘিরে।

পার্থিব শিক্ষা/ সাধারণ শিক্ষা

১। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমে দ্বীনি এবং আধুনিক শিক্ষার বিষয়াদির সংস্থান রাখা।
২। স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা এবং টেকনিকাল (কারিগরি) শিক্ষার ও ব্যবস্থা করা।
৩। ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা।
৪। শিখন শিবির স্থাপন করে শিক্ষাদানের আদর্শ প্রকৌশল শেখানো।

কর্মপন্থা

১। প্রত্যেক প্রদেশে সেখানকার মাতৃভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে বুনিয়াদী শিক্ষার এমন পাঠক্রম তৈরি করা, যা দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উভয় বিষয়ে পরিব্যাপ্ত হবে।
২। বড় বসতি এলাকায় ৫ম শ্রেণী মানের ইসলামী দ্বীনি মক্তব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেখানে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষা-মানও অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।
৩। স্কুল-কলেজে পাঠরত ছাত-ছাত্রীদের জন্য স্বল্পকালীন সান্ধ্য ও প্রাতঃকালীন মক্তব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বলাবাহুল্য, ওই সব মক্তবের জন্য কেবল দ্বীনি বিষয় ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে।
৪। শিক্ষা-বঞ্চিত মুসলমান, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে তাদের মাতৃভাষায় লিখতে-পড়তে শেখাবার সাথে সাথে ইসলামী-আক্কায়েদ এবং প্রয়োজনীয় মসলা-মাসায়েল শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে।
৫। বহু মানুষ বাস করেন, এমন বড় বসতি এলাকায় উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে। তবে ওই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য-তালিকায় সাধারণ বিষয়ের সাথে সাথে ধর্মীয় এবং আদর্শ চরিত্র গঠনে সহায়ক বিষয়াদিও আবশ্যিক করতে হবে। সেই সঙ্গে সেখানে এমন পেশাগত শিক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির বা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট পেশায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হয়। এ বিষয়ে তাদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

৬। অধিকন্তু, শিক্ষাফান্ড তৈরি করে তার মাধ্যমে যোগ্য ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে ওয়াকফ কিংবা শিক্ষানুরাগী বিত্তবান মানুষদের তরফে অর্থসংগ্রহ করে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের দিয়েই বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা।

দ্বীনী আলোচনা চক্র

(ক) মহানবী (সা.)র জীবন চরিত্র এবং তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য বিষয়ক আলোচনা করা; তৎসহ ইসলামী ইতিহাস নিয়ে আলোচনার জন্য সভা আহ্বান করা।
(খ) পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও সারসংক্ষেপ এবং নিয়মিত দরসে হাদীসের মজলিশ আহ্বান করা।
(গ) ধর্ম বিষয়ক, আদর্শ চরিত্র গঠন মূলক এবং সংস্কার মূলক বই-পুস্তক প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে।

কাজের পদ্ধতি

১। কোন এলাকায় নির্ভরযোগ্য আলিম থাকলে সেখানে দর্‌সে কুরআন এবং দর্‌সে হাদীসের আয়োজন করা। অন্যথায়, সাপ্তাহিক দ্বীনি আলোচক্র সংগঠিত করে সেখানে নির্ভরযোগ্য ভালো বই-পুস্তক এবং সংস্কার মূলক পত্র-পত্রিকা পাঠ করা।
২। সাপ্তাহিক অথবা মাসিক পর্যায়ে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষদের নিয়ে কোনও একটি ইসলামী বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা সভার উদ্যোগ নেওয়া—সেখানে অংশগ্রহণকারীদের স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামক ব্যক্ত করার সুযোগ দিতে হবে। এতদ্ভিন্ন, কোন ইসলামী লেখা অথবা ভাষণ অথবা বিষয়কে স্থানীয় ভাষায় প্রকাশ করে—বিশিষ্ট এবং সাধারণ মুসলমানদের হাতে পৌঁছে দেওয়া ব্যবস্থা কাতে হবে।
৩। প্রয়োজনে কোনো বিশেষ বিষয়ের উপর সেখানকার শিক্ষিত এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংকলন করিয়ে তা প্রচার করার ব্যবস্থা করা।

সমাজ-সেবা

(ক) বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষজনদের নিয়ে সংযুক্ত সম্মেলনের আয়োজন করা।
(খ) শরয়ী-পঞ্চায়েত গঠন করে পারিবারিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা।
(গ) নাগরিক প্রয়োজনগুলির মেটানোর লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।
(ঘ) শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক বন্ধু এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর লোকেদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা

দেওয়া।

(ঙ) অনাথ, বিধবা, অসহায় এবং দরিদ্র পরিবারের কন্যাদের বিবাহে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করা।

(চ) অনৈতিক রীতি-রেওয়াজ এবং অবাঞ্ছিত অপব্যয় রোধ করার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো।

কাজের পদ্ধতি

১। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ও জনগোষ্ঠীর মানুষেরদের নিয়ে সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজনের সহায়ক এমন ব্যক্তিত্বকে হতে হবে—সমাজে যাঁদের সর্বজনগ্রাহ্যতা রয়েছে। ঐ সম্মিলনীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন যৌথ-সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা হতে হবে যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন— এলাকার উন্নয়ন ও বিকাশ , শিক্ষা-দীক্ষার সুষম ব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ, চরিত্রগঠন এবং সমাজ-সংস্কারের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

২। শরয়ী পঞ্চায়েতের (প্রকাশিত বিধি-বিধান অনুযায়ী) মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদগুলিকে শরীয়তের আলোকে নিষ্পত্তি করে পারিবারিক উত্তেজনা এবং অসন্তোষকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

৩। কোনো জনবসতি এলাকার সাধারণ প্রয়োজনে ধর্ম ও বর্ণ বৈষম্য ব্যতিরেকে সবার প্রয়োজন হয়; যেমন— বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিসংযোগ এবং মহামারী তথা মারণপীড়ার প্রাদুর্ভাব কালে নির্বিচারে সবার সেবা করা।

৪। বিবাহ-শাদীর নানা ক্ষেত্রে অনর্থক অপব্যয়, বিধবা-বিবাহে অনাগ্রহতা, জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা যাতে সম্মিলিতভাবে অতবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সেগুলি বর্জন করা সহজ হয়।

৫। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কিশোর ও যুবকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে এমন সেন্টার খুলতে হবে, যেখানে তারা সকলে মিলে-মিশে স্বাস্থ্য ও শরীর-চর্চার লক্ষ্যে খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র

(ক) মুসলিম ফান্ড অথবা সাহায্যফান্ড গঠন করে তা পরিচালনা করা।

(খ) কো-অপারেটিভ তথা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করা।

(গ) কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটানো।

কাজের পদ্ধতি

১। যে সব শহরে-গঞ্জে মুসলিফান্ড সার্থক এবং উদ্দেশ্য সাধক হিসাবে কাজ করছে তাদের প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত নিয়ম - বিধি অনুসরণ করে নব্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ফান্ডগুলি চালাতে হবে। যাতে ফান্ডের পরিষেবা গ্রহণকারী সদস্যরা সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সাধারণ লোকজন ধনসম্পদ গচ্ছিত করতে তথা অর্থ সঞ্চয় করতে সুযোগ পায় এবং তাদের ও তাদের উত্তরপুরুষদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হতে পারে।

১।(ক) এতদ্ভিন্ন, সাহায্যফান্ড ও গঠন করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে সাত অথবা নয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করবেন এবং সর্বসম্মতির ভিত্তিতে একজনকে ফান্ডের পরিচালক বা নাযিম মনোনীত করবেন। অতঃপর প্রতি তিন মাস অন্তর সমস্ত হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে পরিচালককে কিছু পরামর্শ দেবেন।

১।(খ) ফান্ডের আয়ের উৎস হিসাবে—নিম্নলিখিত পন্থাগুলির অবলম্বন করা যায়:— (১) মাসিক মেম্বার ফিজ, (২) সাধারণ দান, (৩) আমানত, (৪) ফসলাদি ওঠার সময়, পর্ব অথবা বিয়ে থা—র অনুষ্ঠানলগ্নে সংগৃহীত অনুদান ইত্যাদি। (৫) যাকাৎ-ফিৎরা, সদ্কা এবং কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রয়ের অর্থ। (৬) অনুদান ফান্ডের কর্মবিধি সম্বলিত ফর্ম এবং সাহায্য নেওয়ার আবেদনপত্র প্রভৃতির বিক্রয় মূল্য।

২। ফান্ডের মোট আমদানীকৃত অর্থ নিম্নবর্ণিত খাতে ও অংশে ব্যয় হতে পারে—

(ক) ‘‘দশ শতাংশ’’ অনাথ-ইয়াতিম, বিধবা এবং অসহায়দের সাহায্যার্থে।

(খ) ‘‘কুড়ি শতাংশ’’ ব্যয় করা যাবে— বেসরকারি মাদ্রাসা, স্কুল , পাঠাগার এবং কুটির শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যার্থে।

(গ) ‘‘ পাঁচ শতাংশ’’ দুঃস্থ গরীব মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষ্যে সাহায্যার্থে।

(ঘ) ‘‘ পাঁচ শতাংশ’’ মসজিদ, পান্থশালা(মুসাফিরখানা) হাসপাতাল—এর নির্মাণ অথবা সংস্কার প্রকল্পে সাহায্যার্থে।

(ঙ) ‘‘ দশ শতাংশ’’ দরিদ্র-অসহায় ছাত্রদের শিক্ষা খরচ ও বৃত্তি খাতে।

(চ) ‘‘ চার শতাংশ’’ লা ওয়ারিশ মৃতের সৎকার তথা দাফন-কাফন এবং কপর্দকহীন মুসাফিরদের সাহায্যার্থে।

(ছ) ‘‘ ছয় শতাংশ’’ দ্বীনী-আখ্লাকি এবং সংস্কার-মূলক পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রকল্পে সাহায্যার্থে।

(জ) “ পাঁচিশ শতাংশ ” অলংকারাদি অথবা মূলবান সামগ্রী ফান্ডে গচ্ছিত রাখার শর্তে সুদহীন ঋণপ্রার্থীদের ঋণ প্রদান খাতে। অবশ্য ঋণ গ্রহণকারী ১০ মাসে ১০ কিস্তিতে ঐ গৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন—এই শর্তে।

(ঝ) “ ১৫ শতাংশ” ব্যয় হবে ফান্ডের দপ্তরের সুষ্ঠু পরিচালনার খাতে।

৩। ব্যবসায়ী , শিল্পোদ্যোগী এবং প্রফেশনাল (পেশাদার) দের নিয়ে এমন বিত্তনিগম গঠন করা, যা সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যবসা-বানিজ্যের বিকাশ ঘটাবে। অথবা তার নিয়ন্ত্রনে উদ্যোগী হবে। তৎসহ যেখানে যেমন প্রয়োজন— নিজেদের তত্ত্বাবধানে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪। যেখানে কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র হস্ত শিল্পের প্রচলন আছে অথবা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব— সেখানে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সে সব উদ্যোগকে উৎসাহিত তথা প্রসারিত করা দরকার। সেগুলোর পৃষ্ঠ-পোষকতা করাও প্রয়োজন। অধিকন্তু, সংশ্লিষ্ট এলাকার গরিব-দুঃস্থ পরিবারের সদস্যদের ছোট ছোট অথচ প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য সামগ্রী প্রস্তুত করার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যেমন : — মোমবাতি, ধূপকাঠি, সাবান, খাম তৈরি এবং গেঞ্জি ও মোজা তৈরির প্রকৌশল শেখানো দরকার।

৫। উপার্জনহীন নারী-পুরুষদের এবং বেকার যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে সেখানে সেলাইয়ের কাজ, কাপড় রঙ করা, লোহা বা কাঠের বিভিন্ন ছোট শিল্প গড়ার কাজ অথবা মোটর সাইকেল এবং রেডিয়ো প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য যানবাহন মেরামতির কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করা দরকার।

৬। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত-দক্ষতা সম্পন্ন (বেকার) ব্যক্তিদের সহজ কিস্তিতে কাঁচামাল সরবরাহ করে বাজারে বেশ চাহিদা আছে এমন সব সামগ্রীর ব্যবসায় লিপ্ত করে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করার সৌভাগ্য লাভ করা বাঞ্চনীয়।

পাঠাগার

(ক) ধর্মীয়, চরিত্রগঠন মূলক এবং সংস্কার ধর্মী, বিষয় ভিত্তিক বই-পুস্তক এবং পুস্তিকা সংগ্রহ করা।

(খ) পরিবেশ সহায়ক সংস্কার মূলক প্রবন্ধ রচনা করা এবং প্রয়োজনে সেমিনারের আয়োজন করা।

(গ) সংগঠনের মুখপত্র, শালীন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা।

(ঘ) ব্যক্তিগত তথা সমষ্টিগতভাবে পাঠাভ্যাস করার পরিবেশ তৈরি করা।

কর্মপদ্ধতি

১। পাঠাগারকে নিজের জ্ঞান-বিকাশ, সমাজ-চেতনা এবং শিক্ষাদান প্রকল্পের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা।

২। পাঠাগারে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তকের পাশাপাশি বিশেষভাবে চরিত্রগঠনকারী পুস্তকাদি এবং ইসলামী ইতিহাস বিষয়ক বই পুস্তক সংগ্রহ করতে হবে পাঠাগারের জন্য।

৩। ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সংস্কার ধর্মী সাহিত্য চর্চা এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনধর্মী কর্মকান্ডের গাথা হিসাবে সুবিদিত বই-পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করতে হবে।

৪। উর্দূ, ফার্সী, আরবী, হিন্দী এবং ইংরেজী— বিষয়াদির প্রাইভেট পরীক্ষার সিলেবাস রাখতে হবে পাঠাগারে। ঐসব বিষয়ের পরীক্ষার সঠিক প্রস্তুতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

৫। এলাকার বাসিন্দাদের রুচি ও মননের সঙ্গে খাপ খায় এমন পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করতে হবে।

৬। বাড়িতে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক পাঠকদের নির্দিষ্ট ফিজের বিনিময়ে বই পুস্তক সরবরাহ করা যাবে।

৭। পত্র-পত্রিকার এজেন্সি নিয়ে গ্রাহকদের পৌঁছে দেওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। পাঠাগারকে স্বনির্ভর হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।